শ্রম আইনের প্রস্তাবিত বিলের উপর শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম এর সুপারিশ

ক্র. নং	আইন-এর ধারা	বিদ্যমান আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী	সুপারিশ/প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২(৩৪)	ধারা ২। **সংজ্ঞাসমূহ ঃ--** (৩৪)''প্রসূতি কল্যাণ'' অর্থ চতুর্থ অধ্যায়ের অধীন কোন মহিলা শ্রমিককে তাহার প্রসূতি হওয়ার কারণে প্রদেয় মজুরীসহ ছুটি।	(গ) দফা (৩৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৩৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা: "(৩৪) 'প্রসূতি কল্যাণ' অর্থ আইনের চতুর্থ অধ্যায়ের অধীনে কোনো মহিলা শ্রমিককে তাহার প্রসূতি হওয়ার কারণে প্রদেয় সুবিধা:"।	প্রসূতি কল্যাণ অর্থ চতুর্থ অধ্যায়ের অধীন কোন মহিলা শ্রমিককে তাহার প্রসূতি হওয়ার কারণে "প্রদেয় সুবিধা" এর স্থলে "মজুরিসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি ও অন্যান্য সুবিধা সংযুক্ত হবে"। (আইনের বর্তমান শব্দ বহাল রাখতে হবে।)	যেহেতু নারী শ্রমিকের সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে মজুরিসহ ছুটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেহেতু বিদ্যমান আইন এবং শ্রমিক পক্ষের প্রস্তাব অনুযায়ী বিষয়টি নির্ধারণ করা উচিৎ।
২	৪৭(৪) (ঘ)	৪৭। **প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা পরিশোধ সংক্রান্ত পদ্ধতি।--**	৮। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৪৭-এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ৪৭ এর উপ-ধারা (৪)-এর দফা (গ)-এর পর নূতন দফা (ঘ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:- "(ঘ) কোনো মহিলা শ্রমিক কর্তৃক মালিককে নোটিশ দেওয়ার পূর্বেই যদি সন্তান প্রসব করিয়া থাকেন তাহা হইলে সন্তান প্রসবের প্রমাণ পেশ করিবার পরবর্তী তিন কর্ম দিবসের মধ্যে উক্ত সম্পূর্ণ সময়ের জন্য প্রদেয় প্রসূতি	অনুপস্থিতির স্থলে "প্রসূতিকালীন ছুটি" উল্লেখ করার সুপারিশ করছি। *'তবে শর্ত থাকে ....হইলে পাইবেন'* বাদ দেওয়ার সুপারিশ করছি।	যেহেতু নারী শ্রমিকের প্রসূতিকালীন সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ছুটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা অনুপস্থিতি দিয়ে প্রতিস্থাপিত হওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না।

ক্র. নং	আইন-এর ধারা	বিদ্যমান আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী	সুপারিশ/প্রস্তাব	মন্তব্য
			কল্যাণ সুবিধাসহ প্রসব পরবর্তী আট সপ্তাহ পর্যন্ত অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, কোনো মহিলা শ্রমিক প্রসূতি কল্যাণ ছুটিতে যাইবার নির্ধারিত তারিখের পূর্বে গর্ভপাত ঘটিলে তিনি কোনো প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা পাইবেন না। তবে স্বাস্থ্যগত কারণে ছুটির প্রয়োজন হইলে পাইবেন।”		
৩	৪৮(১)	ধারা ৪৮। **প্রসূতি কল্যাণ সুবিধার পরিমাণ।––** (১) এই আইনের অধীন যে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা প্রদেয় হইবে উহা উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পন্থায় গণনা করিয়া দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, গড় মজুরী হারে সম্পূর্ণ নগদে প্রদান করিতে হইবে।	৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৪৮ এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ৪৮-এর উপধারা (১) এর সংশোধন নিম্নরূপ হইবে, যথা: “আইনের ধারা ৪৮ এর উপধারা (১) এ ‘আইনের’ শব্দটির পরিবর্তে ‘অধ্যায়ের’ শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।”	‘আইনের’ শব্দটির পরিবর্তে ‘অধ্যায়ের’ শব্দটি প্রতিস্থাপনের কোন প্রয়োজন নেই বিধায় বিদ্যমান আইন বহাল রাখার সুপারিশ করছি।	
৪	৯৩(১)	ধারা ৯৩। **বিশ্রাম কক্ষ, ইত্যাদি।––** (১) সাধারণতঃ পঞ্চাশ জনের অধিক শ্রমিক নিযুক্ত থাকেন এরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকগণের	১০। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৯৩ এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ৯৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৯৩ প্রতিস্থাপিত হইবে:-	বিদ্যমান আইন বহাল রাখা, তবে বিদ্যমান আইনে বর্ণিত ‘পঞ্চাশ জনের অধিক’ এর স্থলে সংশোধিত আইনে ‘পঁচিশ জনের অধিক’ শব্দসমূহের প্রতিস্থাপন	

ক্র. নং	আইন-এর ধারা	বিদ্যমান আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী	সুপারিশ/প্রস্তাব	মন্তব্য
		ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট এবং উপযুক্ত সংখ্যক বিশ্রাম কক্ষের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে, এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকগণ যাহাতে তাহাদের সঙ্গে আনীত খাবার খাইতে পারেন সেই জন্য পান করার পানির ব্যবস্থাসহ একটি উপযুক্ত খাবার কক্ষেরও ব্যবস্থা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৯২ এর অধীন সংরক্ষিত কোন ক্যান্টিন এই উপ-ধারার অধীন প্রয়োজনীয় কোন ব্যবস্থার অংশ বলিয়া গণ্য হইবেঃ আরোও শর্ত থাকে যে, যে প্রতিষ্ঠানে কোন খাবার কক্ষ বিদ্যমান, সেখানে শ্রমিকগণ তাহার কর্ম-কক্ষে বসিয়া কোন খাবার খাইতে পারিবেন না। (২) উক্ত বিশ্রাম কক্ষ এবং খাবার কক্ষ যথেষ্ঠভাবে আলোকিত এবং বায়ু সম্বলিত হইতে হইবে এবং পরিস্কার ও সহনীয় তাপমাত্রায় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।	"৯৩। **খাবার কক্ষ , ইত্যাদি**। - (১) সাধারণতঃ পঁচিশ জনের অধিক শ্রমিক নিযুক্ত থাকন এইরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ যাহাতে তাহাদের সঙ্গে আনীত খাবার খাইতে এবং বিশ্রাম করিতে পারেন সেই জন্য পান করিবার পানির ব্যবস্থাসহ একটি, ক্ষেত্রমতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত খাবার কক্ষের ব্যবস্থা এবং রক্ষনাবেক্ষন করিতে হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৯২ এর অধীন সংরক্ষিত কোন ক্যান্টিন এই উপ-ধারার অধীন প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবস্থার অংশ বলিয়া গণ্য হইবে: আরও শর্ত থাকে যে, যে প্রতিষ্ঠানে কোনো খাবার কক্ষ বিদ্যমান, সেইখানে শ্রমিকগণ তাহার কর্ম-কক্ষে বসিয়া কোনো খাবার খাইতে পারিবেন না। (২) উক্ত খাবার কক্ষ যথেষ্টভাবে আলোকিত এবং বায়ু চলাচলের সুবিধাসহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সহনীয় তাপমাত্রায় রক্ষনাবেক্ষন করিতে হইবে।"	সুপারিশ করছি। ক্ষেত্রমতে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে পুরুষ এবং নারী শ্রমিক রহিয়াছে সেখানে নারী শ্রমিকদের জন্য বিশ্রাম ও খাবার কক্ষের আলাদা ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।	

ক্র. নং	আইন-এর ধারা	বিদ্যমান আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী	সুপারিশ/প্রস্তাব	মন্তব্য
৫	৯৯(৩)	ধারা ৯৯। **বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালুকরণ।––** যেসকল প্রতিষ্ঠানে অন্যুন ২০০ জন স্থায়ী শ্রমিক কর্মরত আছেন, সেখানে সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গ্রুপ বীমা চালু করিতে পারিবেন। (২) বীমা দাবীর টাকা এই আইনের অধীন শ্রমিকের অন্যান্য প্রাপ্যের অতিরিক্ত হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, শ্রমিকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে বীমা দাবী আদায় মালিকের দায়িত্ব হইবে এবং মালিক উক্ত বীমা দাবী হইতে আদায়কৃত অর্থ পৌষ্যদের সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন; আরো শর্ত থাকে যে, অন্য আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারা অনুযায়ী কোন বীমা দাবী উত্থাপিত হইলে উহা অনুর্ধ্ব একশত বিশ দিনের মধ্যে বীমা কোম্পানী ও মালিক যৌথ উদ্যোগে নিষ্পত্তি করিবেন ।	**১১। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৯৯ -এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ৯৯ এর উপধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপধারা (৩) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:- "(৩) উপধারা (১) ও (২)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আইনের ধারা ২৩২ উপধারা (৩)-এর আওতায় শতভাগ রপ্তানীমূখী শিল্প সেক্টর অথবা শতভাগ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগকারী শতভাগ রপ্তনিমূখী শিল্প সেক্টর অথবা চা-শিল্প সেক্টরসহ অন্যান্য শিল্প সেক্টরে সরকার কর্তৃক ঘোষিত গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা কেন্দ্রীয় তহবিল স্থাপিত হইলে এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য গ্রুপ বীমা করিবার প্রয়োজন হইবে না এবং কল্যাণমূলক কার্যাদি ছাড়াও উক্ত সেক্টরের শ্রমিকের মৃত্যু বা অক্ষমতা বা আহত হওয়ার ক্ষেত্রে যৌথ বীমার আওতায় প্রদত্ত আর্থিক সুবিধার সমপরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট শিল্প সেক্টরের কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে পরিশোধ করা যাইবে।"	ধারা ৯৯ এর উপধারা ৩ এ সন্নিবেশিত নতুন ধারায় বর্তমান বর্ণনা স্থলে নিম্নরূপ বর্ণনা রাখার সুপারিশ করছি। "(৩) উপধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আইনের ধারা ২৩২ উপধারা (৩) এর আওতায় যেসমস্ত শিল্প সেক্টরের জন্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা কেন্দ্রীয় তহবিল স্থাপিত হইলে এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য গ্রুপ বীমা করিবার প্রয়োজন হইবে না এবং কল্যাণমূলক কার্যাদি ছাড়াও উক্ত সেক্টরের শ্রমিকদের মৃত্যু বা অক্ষমতা বা আহত হওয়ার ক্ষেত্রে যৌথ বীমার আওতায় প্রদত্ত আর্থিক সুবিধার সমপরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট শিল্প সেক্টরের কেন্দ্রীয় তহবিলের যে অংশ শিল্প/মালিক এর আপতকালীন সহায়তা হিসেবে প্রদান করার বিধান রহিয়াছে শ্রমিকদের জন্য গ্রুপ বীমার সমপরিমাণ অর্থ তহবিলের উক্ত অংশ হইতে পরিশোধ করা যাইবে।"	

ক্র. নং	আইন-এর ধারা	বিদ্যমান আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী	সুপারিশ/প্রস্তাব	মন্তব্য
৬	১০৪	**ধারা ১০৪। ক্ষতিপূরণ মূলক সাপ্তাহিক ছুটি।––** যে ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানকে বা উহাতে কর্মরত শ্রমিকগণকে ধারা ১০৩ এর বিধান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়া জারীকৃত কোন আদেশের ফলে অথবা এই আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধির ফলে কোন শ্রমিক উক্ত ধারার অধীন তাহার প্রাপ্য কোন ছুটি হইতে বঞ্চিত হন সে ক্ষেত্রে, উক্ত শ্রমিককে অবস্থা অনুযায়ী যথাশীঘ্র সম্ভব উক্তরূপ ছুটির দিনের সম সংখ্যক ছুটি মঞ্জুর করিতে হইবে।	**১৩। ২০০৬ সনের ৪২নং আইনের ধারা ১০৪ এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ১০৪-এর শেষে নিম্মোক্ত শর্তাংশ সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ- "তবে শর্ত থাকে যে, শ্রমিকগণ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি বা অংশগ্রহণকারী কমিটির সহিত আলোচনা সাপেক্ষে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কাজ করিয়া পরবর্তীতে উক্ত সাপ্তাহিক ছুটি উৎসব ছুটির সাথে যোগ করিয়া ভোগ করিতে পারিবে। সেক্ষত্রে সাপ্তাহিক ছুটির দিনের কাজের জন্য কোনো অধিকাল ভাতা প্রদেয় হইবে না"।	বিদ্যমান আইন বলবৎ রাখার সুপারিশ করছি।	আইনে এ ধরনের বিধান থাকা ঠিক না। সমঝোতার মাধ্যমে আইনের মূল অধিকারের বিরোধী কিছু করা যায় না। সরকারের এমনিতেই অব্যাহতি দেবার ক্ষমতা আছে। প্রয়োজনে বিধিমালায় দেওয়া যেতে পারে।
৭	১০৫	ধারা ১০৫। **কর্ম সময়ের সম্প্রসারণ।––** কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকের কাজের সময় এমনভাবে ব্যবস্থা করিতে হইবে যেন, ধারা ১০১ এর অধীন তাহার আহার ও বিশ্রামের বিরতিসহ ইহা দশ ঘণ্টার অধিক সম্প্রসারিত না হয়, তবে সরকার কর্তৃক সাধারণভাবে অথবা কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে প্রদত্ত অনুমতির ভিত্তিতে এবং তৎকর্তৃক আরোপিত শর্তে	**১৪। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১০৫-এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ১০৫-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১০৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ- "১০৫ । **কর্মসময়ের সম্প্রসারণ।-** কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকের কাজের সময় এমনভাবে ব্যবস্থা করিতে হইবে যেন, ধারা ১০১ এর অধীন তাহার আহার ও বিশ্রামের বিরতি ব্যতীত দশ ঘন্টার অধিক	শ্রমিকের কর্মসময় ৮ ঘন্টা। কোন অবস্থাতেই ১০ ঘন্টা কর্মসময় উল্লেখ করে কোন বর্ণনা প্রতিস্থাপন করা সমীচিন নয়।	কর্মসময় ১০ ঘন্টা শ্রমিক অধিকার, আইএলও কনভেনশন এবং সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত মে দিবসের চেতনার ভিত্তিতে স্বীকৃত অধিকারের পরিপন্থি।

ক্র. নং	আইন-এর ধারা	বিদ্যমান আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী	সুপারিশ/প্রস্তাব	মন্তব্য
		ইহার ব্যতিক্রম করা যাইবে।	সম্প্রসারিত না হয় তবে সরকার কর্তৃক সাধারণভাবে অথবা কোনো সেক্টর ভিত্তিক অথবা বিশেষ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে প্রদত্ত অনুমতির ভিত্তিতে এবং তৎকর্তৃক আরোপিত শর্তে হইহার ব্যতিক্রম করা যাইবে।”		
৮	১৭৯(১)(গ), ১৭৯(১) ঘ এবং ১৭৯(২)	ধারা ১৭৯। **রেজিস্ট্রিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি।––** (২) শ্রমিকগণের কোন ট্রেড ইউনিয়ন এই অধ্যায়ের অধীন রেজিস্ট্রিকরণের অধিকারী হইবে না, যদি না যে প্রতিষ্ঠানে উহা গঠিত হইয়াছে, সে প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকগণের মোট সংখ্যার অন্যূন শতকরা ত্রিশভাগ শ্রমিক উহার সদস্য হন ঃ তবে শর্ত থাকে যে, একই মালিকের অধীন একাধিক প্রতিষ্ঠান যদি একই শিল্প পরিচালনার উদ্দেশ্যে একে অপরের সহিত সংশ্লিষ্ট ও সম্পর্কযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহারা যেখানেই স্থাপিত হউক না কেন এই উপধারার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবে।	২৩। ২০০৬ সনের ৪২নং আইনের ধারা ১৭৯-এর সংশোধন।- (খ) উক্ত আইনের ধারা ১৭৯ উপাধারা (২)-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে। যথা: “(২) এই অধ্যায়ের অধীন শ্রমিকগণের কোনো ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রিকরনের জন্য যে প্রতিষ্ঠানে উহা গঠিত হইয়াছে উক্ত প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমকিগণের মোট সংখ্যার অন্যূন শতকরা বিশভাগ শ্রমিক উহার সদস্য হইবার প্রয়োজ্য হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, একই মালিকের অধীন একাধিক প্রতিষ্ঠান যদি একই শিল্প পরিচালনার উদ্দেশ্যে একে অপরের সহিত সংশ্লিষ্ট ও সম্পর্কযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহারা যেখানেই স্থাপিত হউক না কেন এই উপধারার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবে।”	আইনে শতাংশ উল্লেখ আইএলও কনভেনশন ৮৭ অনুযায়ী অবাধ ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারের পরিপন্থী বিধায় আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রম আইন করার প্রস্তাব করছি।	

ক্র. নং	আইন-এর ধারা	বিদ্যমান আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী	সুপারিশ/প্রস্তাব	মন্তব্য
৯	১৯০(১)(ক)	ধারা ১৯০। **রেজিস্ট্রি বাতিলকরণ।––** (১) এই ধারার অন্য বিধান সাপেক্ষে, শ্রম পরিচালক কোন ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রি বাতিল করিতে পারিবেন, যদি– (ঘ) উহা উহার গঠনতন্ত্রের মৌলিক কোন বিধান লংঘন করিয়া থাকে; (ঙ) উহা কোন অসৎ শ্রম আচরণ করিয়া থাকে;	২৭। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৯০-এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ১৯০ উপধারা (১)-এর (অ) দফা (ক)-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:- "(ক) রেজিষ্ট্রি বাতিলের জন্য ট্রেড ইউনিয়নের দরখাস্ত করে, এইরূপ দরখাস্ত ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে করিতে হইবে। (আ) উক্ত আইনের উপ-ধারা (১)-এর দফা (ঘ)-এর রহিতরণ, যথা:- "উক্ত আইনের উপধারা (১) এর দফা (ঘ) বিলুপ্ত হইবে।"	(ঘ) এবং (ঙ) উভয় দফাই বাতিল করার সুপারিশ করছি।	
১০	২৬৪ (৬) ও (৭)	ধারা ২৬৪। **বেসরকারী খাতে প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণের জন্য ভবিষ্য তহবিল।––** (৬) মালিকের প্রতিনিধি মালিক কর্তৃক মনোনীত হইবেন এবং শ্রমিকগণের প্রতিনিধি যৌথ দর কষাকষি প্রতিনিধি কর্তৃক মনোনীত হইবেন। (৭) যে ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানে কোন যৌথ	৩৯। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৬৪-এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ২৬৪-এর উপধারা (৬) ও (৭) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপধারা (৬) ও (৭) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:- (ক) "(৬) মালিকের প্রতিনিধি মালিক কর্তৃক মনোনীত হইবেন এবং শ্রমিকগণের প্রতিনিধি যৌথ দর	বিদ্যমান আইনের (৬) ও (৭) উপধারা বলবৎ রাখার সুপারিশ করছি।	

ক্র. নং	আইন-এর ধারা	বিদ্যমান আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী	সুপারিশ/প্রস্তাব	মন্তব্য
		দরকষাকষি প্রতিনিধি নাই, সে ক্ষেত্রে শ্রমিকগণের প্রতিনিধি শ্রম পরিচালকের তত্ত্বাবধানে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন।	কষাকষি প্রতিনিধি কর্তৃক মনোনীত হইবেন । যে ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানে কোন যৌথ দর কষাকষি প্রতিনিধি থাকিবে না সেই ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী কমিটি কর্তৃক শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনীত হইবেন।" (খ) "(৭) যে ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো যৌথ দর কষাকষি প্রতিনিধি অথবা অংশগ্রহণকারী কমিটি নাই সেই ক্ষেত্রে শ্রমিকগণের প্রতিনিধি মহাপরিচালকের তত্ত্বাবধানে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন।"		
১১	২৯৯	ধারা ২৯৯। **অ-রেজিস্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকান্ডের দন্ড।––** কোন ব্যক্তি অ-রেজিস্ট্রিকৃত অথবা রেজিস্ট্রি বাতিল হইয়াছে এমন কোন ট্রেড ইউনিয়নের, রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তি সংক্রান্ত কোন কর্মকান্ড ব্যতীত, অন্য কোন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করিলে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে উক্তরূপ কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত বা প্ররোচিত করিলে, অথবা উক্তরূপ কোন ট্রেড	৪৫। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৯৯ -এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ২৯৯-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৯৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:- "২৯৯। **অ-রেজিস্ট্রিকৃত টেড ইউনিয়নের কর্মকান্ডের দন্ড।-** কোনো ব্যক্তি অ-রেজিষ্ট্রিকৃত অথবা রেজিস্ট্রি বাতিল হইয়াছে এমন কোনো ট্রেড ইউনিয়নের, রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তি সংক্রান্ত কোনো কর্মকান্ড ব্যতীত, অন্য কোনো কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করিলে অথবা অন্য	এই ধারা বাতিল করার প্রস্তাব করছি।	কারাদন্ড থাকা ঠিক নয়। এটা ফৌজদারী অপরাধ নয়।

ক্র. নং	আইন-এর ধারা	বিদ্যমান আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী	সুপারিশ/প্রস্তাব	মন্তব্য
		ইউনিয়নের তহবিলের জন্য সদস্য চাঁদা ব্যতীত অন্য কোন চাঁদা আদায় করিলে, তিনি ছয় মাস পর্যন্ড কারাদন্ডে, অথবা দুই হাজার টাকা পর্যন্ড অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	কোনো ব্যক্তিকে উক্তরূপ কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত বা প্ররোচিত করিলে, অথবা উক্তরূপ কোনো ট্রেড ইউনিয়নের তহবিলের জন্য সদস্য চাঁদা ব্যতিত অন্য কোনো চাঁদা আদায় করিলে, তিনি অনধিক তিন মাস কারাদন্ডে, অথবা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।”		
১২	৩০০	ধারা ৩০০। **ট্রেড ইউনিয়নের দ্বৈত সদস্য পদের দন্ড**।-– কোন ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হইলে বা থাকিলে, তিনি ছয় মাস পর্যন্ড় কারাদন্ডে, অথবা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	৪৬। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩০০-এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ৩০০-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩০০ প্রতিস্থাপিত হইব, যথা:- “৩০০। **ট্রেড ইউনিয়নের দ্বৈত সদস্য পদের দন্ড**।- কোনো ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হইলে বা থাকিলে, তিনি অনধিক এক মাস কারাদন্ডে, অথবা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।”	বিদ্যমান ও প্রস্তবিত আইনে ‘কারাদন্ড’ রহিত করা এবং জরিমানা সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা প্রতিস্থাপনের সুপারিশ করছি।	এটা কোন ফৌজদারী অপরাধ নয় বিধায় কারাদন্ডের বিধান কোনভাবেই সমীচিন হবে না।
১৩	৫ম তফসিল	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ (ধারা ১৫১) এবং পঞ্চম তফসিল	৫১। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের পঞ্চম তফসিল সংশোধন**।- এই আইনের পঞ্চম তফসিলের দ্বিতীয় কলামে উল্লিখিত টাকা ১,০০,০০০/-	* শ্রমিকের আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নীতি গ্রহণ করতে হবে।	

ক্র. নং	আইন-এর ধারা	বিদ্যমান আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী	সুপারিশ/প্রস্তাব	মন্তব্য
			(এক লক্ষ) (মৃত্যু জনিত কারণে) এবং তৃতীয় কলামে উল্লিখিত টাকা ১,২৫,০০০/- (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) (স্থায়ী সম্পূর্ণ অক্ষমতার কারণে) এর পরিবর্তে যথাক্রমে টাকা ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) এবং টাকা ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) প্রতিস্থাপিত হইবে।	* রানা প্লাজা ধসের পর হাইকোর্টের নির্দেশে গঠিত সারওয়ার্দী কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত সর্বনিম্ন ১৫ লক্ষ টাকা এবং আইএলও কনভেনশন ১২১ এর মানদন্ড অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সুপারিশ করছি। * ক্ষতিপূরণের পরিমাণ উল্লেখের ক্ষেত্রে ‘নিম্নতম’ শব্দ যোগ করার সুপারিশ করছি। * কর্মকালীন সময়ে বিরতিকালীন সময় দুর্ঘটনায় শ্রমিক আহত বা নিহত হলে তা ক্ষতিপূরণের আওতায় আনার সুপারিশ করছি।	